ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
******

স-৩৪১৮(আগরতলা ১৯।১০)
আগরতলা, ১৯ অক্টোবর, ২০২৩

রাজ্যে হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা কর্মসূচির সূচনা
উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে আইটি সেক্টরের বিকাশে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ঃ দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী

রাজ্যের শিক্ষিত যুবক-যুবতীদের দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক স্তরের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আজ থেকে চালু করা হয়েছে 'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' কর্মসূচি। এই কর্মসূচির মাধ্যমে কারিগরি, গণিত, স্ট্যাটিসটিকস, কম্পিউটার সায়েন্সে স্নাতক ও বিসিএ, এমসিএ, এমএসসি শিক্ষাগত যোগ্যতাসম্পন্ন যুব সমাজের দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্যোগ নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ডিলয়েট এবং নিলেট আগরতলা যৌথভাবে 'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' কর্মসূচির বাস্তবায়ন করবে। আজ রবীন্দ্র শতবার্ষিকী ভবনে 'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' কর্মসূচির সূচনা করেন কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন, এন্টারপ্রেনারশিপ ও তথ্য প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর।

হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা কর্মসূচির সূচনা করে কেন্দ্রীয় দক্ষতা উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী রাজীব চন্দ্রশেখর বলেন, ভবিষ্যতে যেকোন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের জন্য জ্ঞানের পাশাপাশি দক্ষতাও থাকতে হবে। গত ৭-৮ বছরে দেশের অর্থনীতিতে অনেক পরিবর্তন এসেছে। এরফলে বিভিন্ন মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানী ভারতবর্ষে বিনিয়োগে আগ্রহী হচ্ছে। কিন্তু এসব মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীতে কর্মসংস্থানের জন্য প্রত্যেকেরই শিক্ষিত হওয়ার পাশাপাশি যেকোন একটি বিশেষ বিষয়ের উপর দক্ষতা থাকতে হবে। কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ত্রিপুরা সহ উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলিতে ব্যাঙ্গালুরু, চেন্নাই, পুনে, গুরগাঁওয়ের মতো আইটি সেক্টরের বিকাশে উদ্যোগী হয়েছেন। এদিকে লক্ষ্য রেখে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের যোগাযোগ ব্যবস্থা, ইন্টারনেট ব্যবস্থার উন্নয়নে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। এখন প্রয়োজন এখানকার মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে মাল্টিন্যাশনাল কোম্পানীগুলিতে চাকুরি পাওয়ার উপযোগী করে তোলা। এ লক্ষ্যেই 'হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা' কর্মসূচির সূচনা করা হয়েছে। তিনি আরও বলেন, আগামী কিছুদিনের মধ্যে আইবিএম, মাইক্রোসফটের মতো মাল্টি ন্যাশনাল কোম্পানীও এ ধরণের কর্মসূচিতে অংশগ্রহণে উদ্যোগী হবে।

অনুষ্ঠানে কেন্দ্রীয় সামাজিক ন্যায় ও ক্ষমতায়ন প্রতিমন্ত্রী প্রতিমা ভৌমিক বলেন, আগামী জুন মাসের মধ্যে এই কর্মসূচিতে রাজ্যে ৩৫০ জন যুবক-যুবতী চাকুরী পাওয়ার যোগ্য হয়ে উঠবে। এই কর্মসূচিতে কেন্দ্রীয় সরকার ও ডিলয়েট কোম্পানি ছাত্র-ছাত্রীদের ইন্টার্ণশিপের সময় স্টাইপেন্ড, লিভিং এক্সপেন্স ইত্যাদি বহন করবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন আগামী কয়েকবছরে এই কর্মসুচির মাধ্যমে রাজ্যের ১০ হাজার যুবক-যুবতী আইটি সেক্টরে কাজ করার সুযোগ পাবে। অনুষ্ঠানে শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রি সান্ত্বনা চাকমা বলেন, নতুন জাতীয় শিক্ষা নীতিতে দক্ষতা উন্নয়নকে আলাদা গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কারণ ভবিষ্যতে ভারতবর্ষে যে ধরণের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে তারজন্য বিশেষ দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়। তিনি বলেন, কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দক্ষতা বৃদ্ধি প্রকল্পের মাধ্যমে নিজেকে আত্মনির্ভর করার পাশাপাশি দেশ ও রাজ্যকে আত্মনির্ভর করা সম্ভব।

রাজ্যে হার্টল্যান্ড ত্রিপুরা কর্মসূচি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য নিলেট আগরতলার সাথে এমবিবি কলেজ, টেকনো কলেজ অব ইঞ্জিনীয়ারিং, ইকফাই ইউনিভার্সিটি, অ্যাডভান্স স্ট্যাডিস আগরতলার সাথে মৌ স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ডিলয়েট দক্ষিণ এশিয়ার সিইও রোমাল শেঠি, আইআইটি গুয়াহাটির অধিকর্তা ললিত শর্মা, এনএসডিসি'র আঞ্চলিক প্রধান ড. স্মিতা চেতিয়া তালুকদার।

****